আলংকারিকেরা বলেন, কাব্যনির্মাণকৌশলের তিন ভাগ। বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী।

'বিভাব' কি।—

রত্যাদ্যুদ্বোধকা লোকে
বিভাবাঃ কাব্যনাট্যয়োঃ।[৭]

'লৌকিক জগতে যা রতি প্রভৃতি ভাবের উদ্‌বোধক, কাব্যে বা নাটকে তাকেই 'বিভাব' বলে।' যেমন—

যে হি লোকে রামাদিগত-রতি-হাসাদীনামুদ্‌বোধকারণানি সীতাদয় স্ত এব কাব্যে নাট্যে চ নিবেশিতাঃ সন্তঃ বিভাব্যন্তে আস্বাদ্যাঙ্কুরপ্রাদুর্ভাব-যোগ্যাঃ ক্রিয়ন্তে সামাজিকরত্যাদি-ভাবাঃ এভিঃ ইতি বিভাবা উচ্যন্তে।

'লৌকিক জগতে যে সীতা ও তার রূপ, গুণ, চেষ্টা রামের মনে রতি হর্ষ প্রভৃতি ভাবের উদ্‌বোধের কারণ, তাই যখন কাব্য ও নাট্যে নিবেশিত হয়, তখন তাকে বিভাব বলে। কারণ, তারা পাঠক ও সামাজিকের মনে রত্যাদি ভাবকে এমন পরিণতি দান করে যে তা থেকে আস্বাদের অঙ্কুর নির্গত হয়।'

'অনুভাব' বলে কাকে—

উদ্‌বুদ্ধং কারণৈঃ স্বৈঃ স্বৈ-
র্বহির্ভাবং প্রকাশয়ন্।
লোকে যঃ কার্যরূপঃ সোঽ-
নুভাবঃ কাব্যনাট্যয়োঃ॥[৮]

'মনে ভাব উদ্‌বুদ্ধ হলে, যে-সব স্বাভাবিক বিকার ও উপায়ে তা বাইরে প্রকাশ হয়, ভাবরূপ কারণের সেই-সব লৌকিক কার্য কাব্য ও নাটকের অনুভাব।'

দ্বিধায় জড়িত পদে কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে
স্মিতহাস্যে নাহি চল সলজ্জিত বাসরশয্যাতে
স্তব্ধ অর্ধরাতে।

"মিলন-মধুর লাজে"র এই কাব্য-ছবিটির উপাদান হচ্ছে কয়েকটি অনুভাব।

এইখানে আচার্য অভিনবগুপ্ত যে এক দীর্ঘ সমাসবাক্যে কাব্যরসের সংজ্ঞা দিয়েছেন সেটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। বিনা ব্যাখ্যাতে এখন তার অর্থবোধ হবে।

শব্দসমর্প্যমাণহৃদয়সংবাদসুন্দরবিভাবানুভাবসমুদিত-প্রাঙ্‌নিবিষ্টরত্যাদি-বাসনানুরাগসুকুমার-স্বসংবিদানন্দচর্বণব্যাপার-রসনীয়-রূপো রসঃ।[৯]

'রস হচ্ছে নিজের আনন্দময় সম্বিতের (consciousness) আস্বাদ-রূপ একটি ব্যাপার। মনের পূর্বনিবিষ্ট রতি প্রভৃতি ভাবের বাসনা-দ্বারা অনুরঞ্জিত হয়েই সম্বিৎ আনন্দময় সৌকুমার্য প্রাপ্ত হয়। লৌকিক 'ভাব'-এর কারণ ও কার্য কবির গ্রথিত শব্দে সমর্পিত হয়ে, সকল হৃদয়ে সম-বাদী যে মনোরম বিভাব ও অনুভাব রূপ প্রাপ্ত হয়, সেই বিভাব ও অনুভাবই কাব্য-পাঠকের অন্তর্নিবিষ্ট ভাবগুলিকে উদ্‌বুদ্ধ করে।'

অভিনবগুপ্ত বিভাব ও অনুভাবকে বলেছেন—'সকল হৃদয়ে সম-বাদী।' কারণ, যে লৌকিক ভাবের তারা রসমূর্তি, সে লৌকিক ভাব ব্যক্তির হৃদয়ে আবদ্ধ, তা সামাজিক নয়।

পারিমিত্যাল্লৌকিকত্বাৎ
সান্তরায়তয়া তথা।
অনুকার্যস্য রত্যাদে-
রুদ্‌বোধো ন রসো ভবেৎ॥[১০]

'প্রেমিকের মনে যে প্রেমের উদ্‌বোধ, তা রস নয়। কারণ, তা প্রেমিকের নিজ হৃদয়ে আবদ্ধ, সুতরাং পরিমিত; তা লৌকিক, সুতরাং প্রেমের রসবোধের অন্তরায়।' কবি তাঁর প্রতিভার মায়ায় এই

পরিমিত লৌকিক ভাবকে "সকলসহৃদয়হৃদয়সংবাদী" অলৌকিক রসমূর্তিতে রূপান্তর করেন। কাব্যের বিভাব ও অনুভাবের মধ্যে এমন একটি ব্যাপার আছে, যাতে কাব্যচিত্রিত চরিত্র বা ভাব এবং পাঠকের মধ্যে একটি সাধারণ সম্বন্ধের সৃষ্টি হয়—

ব্যাপারোঽস্তি বিভাবাদের্নাম্না সাধারণীকৃতিঃ।[১১]

যার ফলে—

পরস্য ন পরস্যেতি
মমেতি ন মমেতি চ।
তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ
পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে।[১২]

'কাব্য-পাঠকের মনে হয়, কাব্যের চরিত্র ও ভাব পরের, কিন্তু সম্পূর্ণ পরের নয়; আমার নিজের, কিন্তু সম্পূর্ণ নিজেরও নয়। এমনি করেই কাব্যের আস্বাদ কোনো ব্যক্তিত্বের পরিচ্ছেদে পরিচ্ছিন্ন থাকে না।'

কাব্যের সৃষ্টি যে সকল হৃদয়ে সম-বাদী, তার অর্থ এ নয় যে, বিজ্ঞানের জ্ঞানের মতো তা একটি abstract জিনিস। কবি যে ভাব বা চরিত্র আঁকেন তা বর্ণরূপহীন outline নয়, সম্পূর্ণ concrete ভাব বা চরিত্র। কিন্তু তার মধ্যেই নিখিল সহৃদয় জন নিজেকে প্রতিফলিত দেখে। অর্থাৎ কাব্যের সৃষ্টি concrete universal-এর সৃষ্টি।